

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিআরটিএ অনুমোদিত, রেজি নং-১১৭/১৮
শিমু ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার

হেড অফিস : সাগুফতা মোড়, ৬৬/৩৩, ব্লক-ডি, এভিনিউ-২, মিরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬।

মোবাইল : 01858943086, 01790436921

Web: www.shimudrivingschool.com

গাড়ীর কতিপয় সম্ভাব্য সমস্যা, কারণ ও প্রতিকার

১। ইগনিশন সুইচ দেওয়ার পর ইঞ্জিন স্টার্ট না হলে

সম্ভাব্য কারণ	পরীক্ষা/প্রতিকার
ব্যাটারীর চার্জ কম থাকলে	প্রয়োজনে ব্যাটারী চার্জ দিতে হবে
ব্যাটারীর টার্মিনাল খোলা থাকলে	ব্যাটারীর টার্মিনাল সংযোগ দিতে হবে
স্টার্টিং মটরের সমস্যা হলে	স্টার্টিং মটর চেক করতে হবে
ইঞ্জিন জ্যাম হলে	ইঞ্জিন ফ্যান হাত দিয়ে ঘোরায়ে দেখতে হবে
গিয়ার নিউট্রাল না থাকলে	গিয়ার চেক করে নিউট্রাল করতে হবে
ইগনিশন সিস্টেমে ত্রুটি দেখা দিলে	ইগনিশন সিস্টেমের ত্রুটি দূর করতে হবে
ফুয়েল পাম্প ঠিকমত ইঞ্জেক্ট না করলে	ফুয়েল পাম্পের ইঞ্জেকশন ঠিক করতে হবে

২। ইঞ্জিন ওভারহিট বা অত্যাধিক গরম হলে

সম্ভাব্য কারণ	পরীক্ষা/প্রতিকার
রেডিয়েটার পানি কম বা না থাকলে	রেডিয়েটারে ঠান্ডা পানি দিতে হবে
ফ্যান বেল্ট টিলা হলে বা ছিড়ে গেলে	ফ্যান বেল্ট টাইট দিতে বা বদলাতে হবে
রেডিয়েটার হোজ পাইপে সমস্যা হলে	রেডিয়েটার হোজ পাইপের সমস্যা দূর করতে হবে
ওয়াটার পাম্প সমস্যা/নষ্ট হলে	
মবিল কম থাকলে বা পাতলা হলে	প্রয়োজনমত মবিল দিতে হবে
গাড়িতে লোড বেশী থাকলে	গাড়িতে অনুমোদনের বেশী লোড না দেওয়া
মুভিং পার্টস বেশী টাইট বা লুজ হলে	
ফ্যান ক্লাচ ত্রুটিপূর্ণ হলে	
ইগনিশন টাইমিং দেরীতে হলে	ইগনিশন টাইমিং চেইন সঠিকভাবে টাইট দিতে হবে

SHIMU DRIVING TRAINING CENTER. www.shimudrivingschool.com

পৃষ্ঠা নং- ০১

৩। ইঞ্জিন অতিরিক্ত তেল খায়

সম্ভাব্য কারণ	পরীক্ষা/প্রতিকার
উচ্চ গতিতে গাড়ি চালালে	নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালাতে হবে
এয়ার ক্লিনারে ময়লা জমলে/জ্যাম হলে	এয়ার ক্লিনার পরিষ্কার করতে হবে
ফুয়েল পাম্পের প্রেসার বেশী হলে বা লিক করলে	ফুয়েল পাম্পের সমস্যা দূর করতে হবে
পিস্টন রিং নষ্ট/কমপ্রেশন কম হলে	প্রয়োজনমত মবিল দিতে হবে
কার্বুরেটর লিক করলে	কার্বুরেটর বদলাতে হবে
কার্বুরেটরের জেট ক্ষয় হলে	কার্বুরেটর বদলাতে হবে
ক্লাচ পি্প করলে	ক্লাচ পেট সঠিকভাবে টাইট দিতে হবে
অটোট্রান্সমিশন পি্প করলে	গিয়ার ওয়েল চেক করতে হবে
চাকার এলাইনমেন্ট ঠিক না থাকলে বা চাকার হাওয়া কম থাকলে	চাকার অ্যালাইমেন্ট ঠিক রাখতে হবে

৪। চাকার অ্যালাইমেন্ট ঠিক রাখতে হবে

সম্ভাব্য কারণ	পরীক্ষা/প্রতিকার
চাকার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক না থাকলে	চাকার অ্যালাইনমেন্ট অ্যাডজাস্ট করা
চাকায় হাওয়া কম/বেশী থাকলে	চাকায় প্রয়োজনমত হাওয়া দেওয়া
কিং পিন-এর সমস্যা থাকলে	কিং পিন-এর সমস্যা দূর করতে হবে
চাকা সঠিকভাবে রোটেশন না করলে	
ঘন ঘন হার্ড ব্রেক করলে	ঘন ঘন হার্ড ব্রেক না করা

৫। ব্রেক সঠিকভাবে ধরে না

সম্ভাব্য কারণ	পরীক্ষা/প্রতিকার
ব্রেক ওয়েল লিক করলে	ব্রেক ওয়েল লিক করার স্থান বন্ধ করতে বা বদলাতে হবে
ব্রেক প্যাড/সু ক্ষয় হলে	ঘন ঘন হার্ড ব্রেক না করা
বাকেট/মাস্টার সিলিন্ডার লিক করলে	বাকেট/মাস্টার সিলিন্ডারের লিক করার স্থান বন্ধ করতে বা বদলাতে হবে

৬। গিয়ারে ঠিকমত পড়তে চায় না

সম্ভাব্য কারণ	পরীক্ষা/প্রতিকার
গিয়ার শিফট লিংকেজ ঠিকমত অ্যাডজাস্টমেন্ট না থাকলে	গিয়ার শিফট লিংকেজ-এর অ্যাডজাস্ট ঠিক করতে হবে
ক্লাচ ডিজ এনগেজ না হলে	ক্লাচ অ্যাডজাস্ট করতে হবে
ক্লাচ পেডাল অত্যাধিক ফ্রি হলে	ক্লাচ প্যাডেল অ্যাডজাস্ট করতে হবে বা বদলাতে হবে
গিয়ার-এর দাত ক্ষয় হলে	
গিয়ার লিভার বুষ ক্ষয় হলে	
গিয়ার ওয়েল কম হলে	গিয়ার ওয়েল বদলাতে হবে

ট্রাফিক সাইন/চিহ্ন ৩ প্রকার : ১. বাধ্যতামূলক ২. সর্তকতামূলক ৩. তথ্যমূলক
 বাধ্যতামূলক চিহ্ন ২ প্রকার : ১. বাধ্যতামূলক না চিহ্ন ২. বাধ্যতামূলক হ্যা চিহ্ন

বাধ্যতামূলক না চিহ্ন				বাধ্যতামূলক হ্যা চিহ্ন		
						
যানবাহন প্রবেশ নিষেধ	মটরগাড়ী প্রবেশ নিষেধ	ট্রাকের প্রবেশ নিষেধ	চৌমাগাড়ী প্রবেশ নিষেধ	অস্থায়ীভাবে অপ্রসার হওয়ার চিহ্ন	নির্দেশিত বাধার এখানে শেষ	ডীরাচিহ্ন ডানে থাকলে ডানে, আর বামে থাকলে বামে
						
পভচালিত গাড়ী প্রবেশ নিষেধ	পথচারী চলাচল নিষেধ	রিয়া প্রবেশ নিষেধ	সাইকেল প্রবেশ নিষেধ	বাম পার্শ্বে দিয়া চলাচল করুন	সামনে বামে মোড়	যে কোন পাশ দিয়া অতিক্রম করা যাবে
						
ট্রাক্স অথবা ধীরগতির গাড়ী প্রবেশ নিষেধ	দ্রাঘপনর্ধ বহনকারী যানবাহন প্রবেশ নিষেধ	১০ মিটারের লম্বা যানবাহন প্রবেশ নিষেধ	৪.৪ মিটারের বেশী উচ্চতা সম্পন্ন গাড়ী প্রবেশ নিষেধ	একদিকের রাস্তা	সামনে চলার চিহ্ন	গাড়ী শুধু একদিকে যাবে
						
২.৪ মিটারের বেশী প্রশস্ত গাড়ী প্রবেশ নিষেধ	১৭ টনের বেশী ওজনের গাড়ী প্রবেশ নিষেধ	৪টনের ওজন ৪ টনের বেশী হলে প্রবেশ নিষেধ	পার্কিং নিষেধ	গাড়ী ও শুধু একদিকে যাবে		
						
গাড়ী দাঁড়ানো নিষেধ	দাঁড়ানো ছাড়া অতিক্রম করা নিষেধ	ডানে মোড় নিষেধ	বামে মোড় নিষেধ	শুধু রিক্সার রাস্তা	শুধু সাইকেলের রাস্তা	ছোট রাউন্ড এবাউন্ট
						
ইউটার্ন নিষেধ	হর্ন বাজানো নিষেধ	৪০ কিলো মিটার সর্বোচ্চ গতি	ওভারটেকিং নিষেধ			

সতর্কতা মূলক হ্যা চিহ্ন



সাধারণ তথ্যমূলক সাইনসমূহ

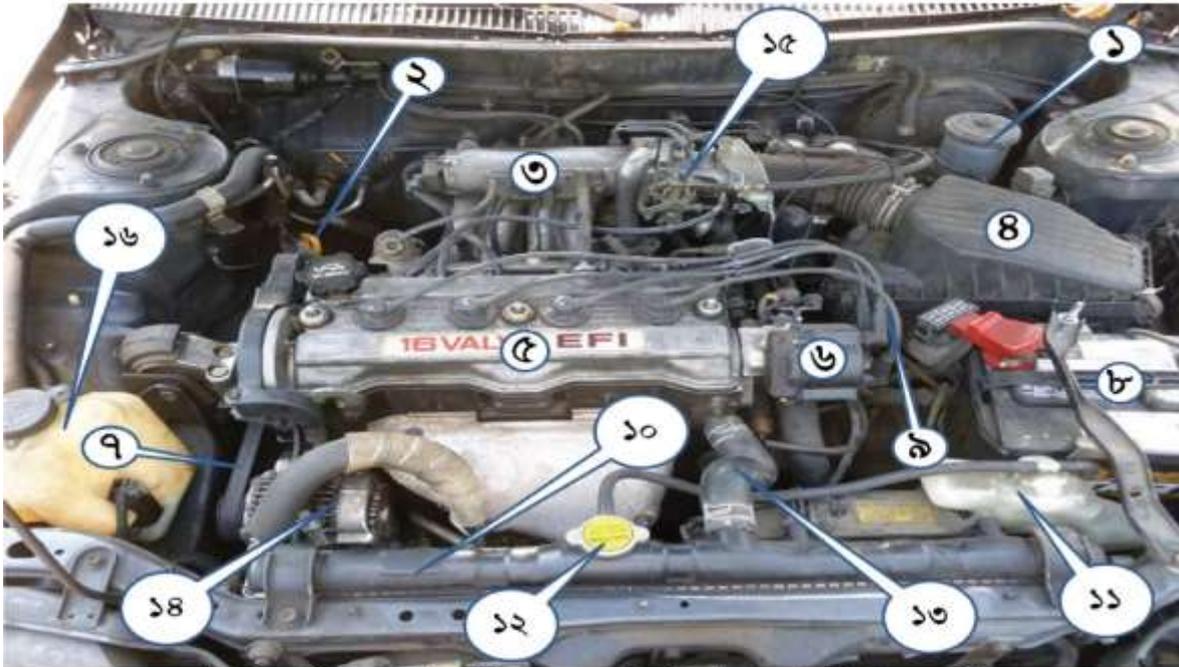
(NO THROUGH ROAD) সামনে রাস্তা শেষ (সিহ্নে গিয়ে যাবার যাবে না)	(PEDESTRIAN CROSSING) পথচারী পারাপার	(PARKING PLACE) পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান	(FILLING STATION) ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প)
(BREAKDOWN SERVICE) মোটরবাস সেবাকেন্দ্র	(TELEPHONE) পার্বর্তিক টেলিফোন লেন্ডার বা কু	(OVERNIGHT ACCOMMODATION) রাত্রিযাপনের বাসস্থান আছে	(FIRST AID POST) প্রথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র
(HOSPITAL) হাস্পাতাল	(REFRESHMENTS) চা ও হসকা খাবারের বাসস্থান আছে	(RESTAURANT) রেস্তোরা	(PICNIC SITE) বনভোজন এলাকা
(MOSQUE) মসজিদ	(TEMPLE) মন্দির	(CHURCH) শির্কা	(BUS STATION) সমকাল বাসিন্দা
(TOILETS) টয়লেট বা শৌচাগার	(REORGANIZED ROUTES) REORGANIZED ROUTES পথচারী, সাইকেল এবং রিকশা সেতায়ের অনুমোদিত বায়া	(LANE FOR CYCLES AND RICKSHAW) সাইকেল এবং রিকশা সেতায়ের অনুমোদিত লেন	(LANE FOR CYCLES AND RICKSHAW) সামনে সাইকেল এবং রিকশা সেতায়ের লেন
(BUS STOP) বাস থামার স্থান	(TAXI PARK) ট্যাক্সি পার্কিংয়ের স্থান	(POLICE STATION) থানা/পুলিশ ঘাট্টা	(TOLL ROAD OR BRIDGE) টোল সড়ক অথবা টোল সেতু
(PLACE IDENTIFICATION) গ্রাম, শহর, নগর ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ আইন (স্বত্ব গুণ্য বাবে)	(EXIT FROM BUILT-UP AREA) গ্রাম, শহর বা নগর থেকে বহির্গমন পথ	(BIKEWAY ROUTE) পথচারী, সাইকেল, সেসেটেশন ইত্যাদি স্থানে পথচারী যাত্রার পথ	

চলন্ত গাড়িতে মাথা, হাত ইত্যাদি বাইরে বের করা থেকে বিরত থাকুন

PARTS OF A CAR



PARTS OF ENGINE.

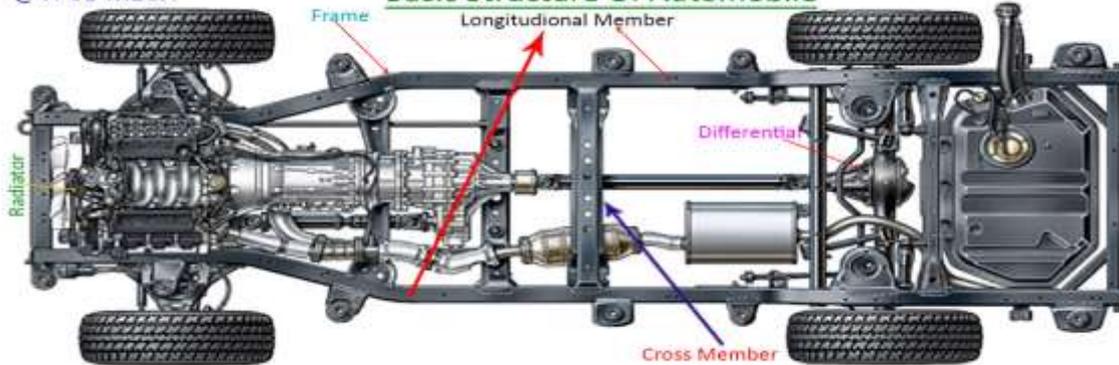


১. ব্রেক ওয়েল রিজার্ভার ২. ইঞ্জিন ওয়েল ডিপ স্টিক ৩. ই এফ আই মেনিফোল্ড ৪. এয়ার ফিল্টার বক্স ৫. ইঞ্জিন হেড কভার
 ৬. ডিস্ট্রিবিউটর ৭. ড্রাইভ বেল্ট ৮. ব্যাটারী ৯. হাইটেনশন লিড ১০. রেডিয়েটর ১১. রেডিয়েটর কুলেন্ট রিজার্ভার
 ১২. রেডিয়েটর প্রেসার ক্যাপ ১৩. রেডিয়েটর হোস পাইপ ১৪. অলটারনেটর ১৫. ইঞ্জিন প্রোটেক্ট ১৬. উইন্ডস্ক্রীন ওয়াশার রিজার্ভার।

CAR CHASSIS

@TPCE-MECH

Basic Structure Of Automobile



প্রশ্ন ও উত্তর :

প্রশ্ন-০১ঃ মোটরযান কাকে বলে ?

উত্তরঃ মোটরযান আইনে মোটরযান অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যান, যার চালিকাশক্তি বাইরের বা ভিতরের কোনো উৎস হতে সরবরাহ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-০২ঃ কোন কোন স্থানে গাড়ি পার্ক করা নিষেধ ?

উত্তরঃ

ক. যেখানে পার্কিং নিষেধ বোর্ড আছে এমন স্থানে,

খ. জাংশনে,

গ. ব্রিজ/কালভার্টের ওপর,

ঘ. সরু রাস্তায়,

ঙ. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়,

চ. পাহাড়ের ঢালে ও ঢালু রাস্তায়, ফুটপাথ, পথচারী পারাপার এবং তার আশেপাশে,

ছ. বাস স্টপেজ ও তার আশেপাশে এবং

জ. রেলক্রসিং ও তার আশেপাশে।

প্রশ্ন-০৩ঃ লাল বৃত্তে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তরঃ পথচারী পারাপার নিষেধ।

প্রশ্ন-০৪ঃ লাল ত্রিভুজে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তরঃ সামনে পথচারী পারাপার, তাই সাবধান হতে হবে।

প্রশ্ন-০৫ঃ লাল ত্রিভুজে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?

উত্তরঃ সামনে পথচারী পারাপার, তাই সাবধান হতে হবে।

প্রশ্ন-০৬ঃ লাল বৃত্তের ভিতর একটি লাল ও একটি কালো গাড়ি থাকলে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ওভারটেকিং নিষেধ।

প্রশ্ন-০৭ঃ কোন কোন স্থানে গাড়ির হর্ন বাজানো নিষেধ ?

উত্তরঃ নীরব এলাকায় গাড়ির হর্ন বাজানো নিষেধ। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের চতুর্দিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত।

প্রশ্ন-০৮ঃ কোন কোন স্থানে ওভারটেক করা নিষেধ ?

উত্তরঃ ক. ওয়ারটেকিং নিষেধ সম্বলিত সাইন থাকে এমন স্থানে, খ. জাংশনে, গ. ব্রিজ/কালভার্ট ও তার আগে পরে নির্দিষ্ট দূরত্ব, ঘ. সরু রাস্তায়, ঙ. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়।

প্রশ্ন-০৯ঃ রাস্তার ওপর প্রধানত কী কী ধরনের রোডমার্কিং অঙ্কিত থাকে?

উত্তরঃ রাস্তার ওপর প্রধানত ০৩ ধরনের রোডমার্কিং অঙ্কিত থাকে।

ক. ভাঙলাইন, যা অতিক্রম করা যায়।

খ. একক অখন্ডলাইন, যা অতিক্রম করা নিষেধ, তবে প্রয়োজনবিশেষ অতিক্রম করা যায়।

গ. দ্বৈত অখন্ডলাইন, যা অতিক্রম করা নিষেধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। এই ধরনের লাইন দিয়ে ট্রাফিকআইল্যান্ড বা রাস্তার বিভক্তি বুঝায়।

প্রশ্ন-১০ঃ গাড়ি চালনার আগে করণীয় কাজ কী কী ?

উত্তরঃ ক. গাড়ির হালনাগাদ বৈধ কাগজপত্র (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্সটোকেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইনসিওরেন্স (বিমা) সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি) গাড়ির সঙ্গে রাখা।

খ. গাড়িতে জ্বালানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

গ. রেডিয়েটর ও ব্যাটারিতে পানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

ঘ. ব্যাটারি কানেকশন পরীক্ষা করা।

ঙ. লুব/ইঞ্জিন অয়েলের লেবেল ও ঘনত্ব পরীক্ষা করা, কম থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

চ. মাস্টার সিলিন্ডারের ব্রেকফ্লুইড, ব্রেকঅয়েল পরীক্ষা করা, কম থাকলে নেওয়া।

ছ. গাড়ির ইঞ্জিন, লাইটিং সিস্টেম, ব্যাটারি, স্টিয়ারিং ইত্যাদি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, নাট-বোল্ট টাইট আছে কি না অর্থাৎ সার্বিকভাবে মোটরযানটি ত্রুটিমুক্ত আছে কি না পরীক্ষা করা।

জ. ব্রেক ও ক্লাচের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।

ঝ. অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র এবং ফাস্টএইড বক্স গাড়িতে রাখা।

ঞ. গাড়ির বাইরের এবং ভিতরের বাতির অবস্থা, চাকা (টায়ার কন্ডিশন/হাওয়া/নাট/এলাইমেন্ট/রোটেশন/স্পায়ার চাকা) পরীক্ষা করা।

প্রশ্ন-১১ঃ গাড়ি সার্ভিসিংয়ে কী কী কাজ করা হয়?

উত্তরঃ ক. ইঞ্জিনের পুরাতন লুবঅয়েল (মবিলা) ফেলে দিয়ে নতুন লুবঅয়েল দেওয়া। নতুন লুবঅয়েল দেওয়ার আগে ফ্লাশিং অয়েল দ্বারা ফ্লাশ করা।

খ. ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের পানি ড্রেন আউট করে ডিটারজেন্ট ও ফ্লাশিংগান দিয়ে পরিষ্কার করা, অতঃপর পরিষ্কার পানি দিয়ে পূর্ণ করা।

গ. ভারী মোটরযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রিজিং পয়েন্টে গ্রিজগান দিয়ে নতুন গ্রিজ দেওয়া।

ঘ. গাড়ির স্পায়ার হুইলসহ প্রতিটি চাকাতে পরিমাণমতো হাওয়া দেওয়া।

ঙ. লুবঅয়েল (মবিলা) ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার ও এয়ারক্লিনার পরিবর্তন করা।

প্রশ্ন-১২ঃ গাড়ি চালনাকালে কী কী কাগজপত্র গাড়ির সঙ্গে রাখতে হয়?

উত্তরঃ

ক. ড্রাইভিং লাইসেন্স,

খ. রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্ল-বুক),

গ. ট্যাক্সটোকেন,

ঘ. ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট,

ঙ. ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) এবং

চ. রুটপারমিট (মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

প্রশ্ন-১৩ঃ গাড়ির চাকা ফেটে গেলে করণীয় কী ?

উত্তরঃ গাড়ির চাকা ফেটে গেলে গাড়ি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। এই সময় গাড়ির চালককে স্টিয়ারিং দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে এবং অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে ক্রমাগত গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে ব্রেক করে গাড়ি থামাতে হবে। চলন্ত অবস্থায় গাড়ির চাকা ফেটে গেলে সাথে সাথে ব্রেক করবেন না। এতে গাড়ি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-১৪ঃ গাড়ির ড্যাশবোর্ডে কী কী ইন্সট্রুমেন্ট থাকে ?

উত্তরঃ ক. স্পিডোমিটার- গাড়ি কত বেগে চলছে তা দেখায়।

খ. ওডোমিটার – তৈরির প্রথম থেকে গাড়ি কত কিলোমিটার বা মাইল চলছে তা দেখায়।

গ. ট্রিপমিটার- এক ট্রিপে গাড়ি কত কিলোমিটার/মাইল চলে তা দেখায়।

ঘ. টেম্পারেচার গেজ- ইঞ্জিনের তাপমাত্রা দেখায়।

ঙ. ফুয়েল গেজ- গাড়ির তেলের পরিমাণ দেখায়।

প্রশ্ন-১৫ঃ গাড়িতে কী কী লাইট থাকে ?

উত্তরঃ

ক. হেডলাইট,

খ. পার্কলাইট,

গ. ব্রেকলাইট,

ঘ. রিভার্সলাইট

ঙ. ইন্ডিকেটরলাইট,

চ. ফগলাইট এবং

ছ. নাস্কারপ্লেট লাইট।

প্রশ্ন-১৬ঃ ১৩৮ ধারা মোতাবেক ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত গাড়ী চালানোর অনুমতি দিলে শাস্তি কি?

উত্তরঃ ৫০০ টাকা।

প্রশ্ন-১৭ঃ ইন্সুরেন্স বিহীন অবস্থায় গাড়ী চালানোর জরিমানা কত?

উত্তরঃ ২০০০ হাজার টাকা।

প্রশ্ন-১৮ঃ লাল বৃত্ত কি নির্দেশ করে?

উত্তরঃ বাধ্যতামূলক না।

প্রশ্ন-১৯ঃ লাল ত্রিভুজ চিহ্ন কি নির্দেশ করে?

উত্তরঃ সতর্কতামূলক।

প্রশ্ন-২০ঃ নীল আয়তাকার চিহ্ন কি নির্দেশ করে?

উত্তরঃ তথ্যমূলক।

প্রশ্ন-২১ঃ মোটরযান চালানোর সময় কি কি কাগজপত্র রাখতে হয়?

উত্তরঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২২ঃ আইন অনুযায়ী পেশাদার চালকের সর্বনিম্ন বয়স কত?

উত্তরঃ ২০ বছর।

প্রশ্ন-২৩ঃ ইঞ্জিনের দুটি যন্ত্রাংশের নাম লিখুন?

উত্তরঃ রিং, পিস্টন।

প্রশ্ন-২৪ঃ ট্রাফিক সাইন কত প্রকার?

উত্তরঃ ৩ প্রকার।

প্রশ্ন-২৫ঃ নিয়মিত ব্যাটারির কি পরীক্ষা করতে হয়?

উত্তরঃ পানি।

প্রশ্ন-২৬ঃ ব্রেক ওয়েল কোথায় দিতে হয়?

উত্তরঃ মাষ্টার সিলিন্ডারে।

প্রশ্ন-২৭ঃ কার্বুরেটরের কাজ কি?

উত্তরঃ ফুয়েল ও বাতাসকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রণ করে ইঞ্জিনে সরবরাহ করা।

সমাপ্ত